দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 NOV 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

১৩৮

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

ভুয়া উত্তরাধিকারী সাজিয়ে প্রয়াত শিক্ষকদের গ্রাচুইটির কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

।। সন্তোষ মন্ডল ।। দুর্নীতি দমন ব্যুরো নরসিংদীর এক প্রাক্তন শিক্ষকের আয় বহির্ভূত সম্পদের তদন্ত করতে গিয়ে একটি সংঘবদ্ধ চক্রের অভিনব জালিয়াতির বিষয় আবিষ্কার করেছে। ওই চক্র জালিয়াতির মাধ্যমে প্রয়াত শিক্ষকদের পেনশন ও গ্রাচুইটির কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো এখন ব্যক্তিবিশেষের অবৈধ সম্পদের তদন্তের পাশাপাশি ওই সংঘবদ্ধ জালিয়াতি চক্রের অভিনব কৌশল সম্পর্কে তদন্ত করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় ঃ সংঘবদ্ধ জালিয়াতি চক্র এ পর্যন্ত প্রায় ৪শ' প্রয়াত শিক্ষকের গ্রাচুইটির টাকা অভিনব কায়দায় আত্মসাৎ করেছে, যার পরিমাণ হবে ৫ কোটি টাকার বেশি। এই চক্রের হোতা নরসিংদীর রায়পুরা থানার হাশিমপুর গ্রামের প্রাক্তন শিক্ষক জয়নাল আবেদীন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কাছে অনেক ব্যক্তি অভিযোগ করেন যে, জয়নাল আবেদীন দুর্নীতির অভিযোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদ থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর অবৈধভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর টাস্ক ফোর্স বিভাগ জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। গত ৯ই অক্টোবর তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। তদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জয়নাল আবেদীন নরসিংদীর হাশিমপুর গ্রামের গরিব কৃষক শামসু মিয়ার ছেলে। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি ১ কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক হয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে তিনি ঢাকার পুরানা পল্টন লাইনে পৌনে ১ কোটি টাকা দিয়ে প্রায় ৭ কাঠা জমি কিনেছেন। তার পৈতৃক সম্পত্তি এবং সারাজীবনের আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে এক কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক হওয়া চরম অসঙ্গতি বলে তদন্তে উল্লেখ করা হয়।

জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে তাকে সুযোগ দেয়া হয়। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর জয়নাল আবেদীন তার বক্তব্য লিখিতভাবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অফিসারদের কাছে দাখিল করেন। লিখিত বক্তব্যে জয়নাল আবেদীন উল্লেখ করেন যে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর নিয়ে তিনি ১ লাখ ৩৮ হাজার ৬শ' ৩২ টাকা গ্র্যাচুইটি বাবদ পান। এছাড়া প্রতিমাসে তিনি ১ হাজার টাকা করে পেনশন ভাতা পাচ্ছেন। ঢাকার পুরানা পল্টনে ৭০ লাখ ৫০ হাজার টাকায় জমি কিনেছেন। ওই টাকার ২৫ লাখ তার বাবা, ২০ লাখ তার মা, বড় ছেলে ২৫ লাখ ও বড় মেয়ে ২৫ লাখ টাকা তাকে 'গিফট' দিয়েছেন বলে লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন। উল্লেখ করেছেন যে, বড় মেয়ে লাভলী বেগম পল্টু, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে এবং গ্রামের বাড়িতে থাকে। বড় ছেলে ওয়াহিদুজ্জামান এ বছর এসএসসি পাস করেছে। বাবা গ্রামে কৃষিকাজ করেন, মা গৃহিণী। এই টাকা কোন ব্যাংক বা দলিলের মাধ্যমে তারা জয়নাল আবেদীনকে গিফ্‌ট দেয়নি, নগদ পরিশোধ করেছে বলে তিনি লিখিতভাবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে জানান।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো তার আয়ের উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে অভিনব জালিয়াতি চক্রের সন্ধান পেয়েছে। তারা এখন এই চক্র সম্পর্কে তদন্তে ব্যস্ত আছে।

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর একটি সূত্র জানায় ঃ ৫৫ নম্বর পুরানা পল্টন লাইনের বাসিন্দা জয়নাল আবেদীন বিভিন্ন থানা ও জেলা শিক্ষা অফিসের একশ্রেণীর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রয়াত শিক্ষকদের ভুয়া উত্তরাধিকার সাজিয়ে তাদের গ্রাচুইটির টাকা তুলে আত্মসাৎ করছেন। কৌশল হিসেবে এই চক্রটি গত বছর এক ভুতুড়ে সার্কুলার জারি করে। সার্কুলারে বলা হয় যে, প্রয়াত শিক্ষকদের গ্রাচুইটির টাকা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে কে কিভাবে টাকা দিচ্ছে তা শিক্ষা অফিসগুলো জানে না। প্রয়াত শিক্ষকদের আত্মীয়স্বজন ও উত্তরাধিকাররা জানতে পারেন যে, জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে গ্রাচুইটির টাকা পাওয়া যাবে। ক্ষেত্রবিশেষে জয়নাল আবেদীন প্রয়াত শিক্ষকদের উত্তরাধিকারদের কয়েকজনকে গ্রাচুইটির সামান্য টাকা দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে। তবে তাদেরকে নামমাত্র টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তির কাগজে টিপসহ বা স্বাক্ষর নিয়ে নেয়। কেউ বাদ-প্রতিবাদ করলে তাকে হুমকিও দেয়া হয়। ফলে প্রয়াত শিক্ষকদের উত্তরাধিকাররা যা পান তা নিয়েই মুখ বুঁজে চলে যান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়া উত্তরাধিকার সাজিয়ে এই টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে তুলে আত্মসাৎ করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, বেলাবো থানার নিলক্ষীরা গ্রামের প্রয়াত শিক্ষক আফতাব উদ্দিন, একই গ্রামের আকরাম আলী ও ওই ইউনিয়নের ইব্রাহিম গ্রামের মৌলভী সিরাজুল ইসলামের গ্রাচুইটির টাকা জয়নাল আবেদীন তুলে দিয়েছে। অথচ তাদের উত্তরাধিকাররা গ্রাচুইটির টাকা নামমাত্র হাতে পেয়েছে। এছাড়া জালিয়াতি চক্র নরসিংদীর নূর বানু, প্রমিলা, মোঃ বাবলু, মন্টু মিয়া, অর্চনা দাস, রীমা খাতুন, লাকী বেগমকে ভুয়া উত্তরাধিকার দাঁড় করিয়ে এই ৭ জনের মাধ্যমেই ৫ লাখ টাকার বেশি আত্মসাৎ করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে। এভাবে ৪ শতাধিক প্রয়াত শিক্ষকের গ্রাচুইটির টাকা তুলে আত্মসাৎ করার বিষয়টি পুরোপুরি উদঘাটিত হলে ওই জালিয়াতি চক্র সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যাবে বলে সূত্র জানায়। ধারণা করা হচ্ছে, এর সঙ্গে শিক্ষা বিভাগ ও হিসাব বিভাগের লোকজনও জড়িত রয়েছেন।